যায়যায়দিন

তারিখ 29 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

রুয়েটে প্রাধ্যক্ষকে পদত্যাগে বাধ্য করার অভিযোগ

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) আন্দোলনকারীরা জোরপূর্বক এক হল প্রাধ্যক্ষকে পদত্যাগপত্রে সই করিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে টিনশেড হলের প্রাধ্যক্ষ ড. সাজ্জাদ হোসেন ও শহীদ শহিদুল ইসলাম হলের সহকারী প্রাধ্যক্ষ রিমন কুমার চক্রবর্তী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। এ নিয়ে দশ শিক্ষক-কর্মকর্তা পদত্যাগ করলেন।

ক্লাস বর্জন ও আন্দোলনের তিনদিন পর বুধবার সকাল ১১টার দিকে শেখ হাসিনা হলের প্রাধ্যক্ষ ও ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সভাপতি এস এম আব্দুর রাজ্জাক প্রশাসনিক ভবনে দাপ্তরিক কাজে এলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে আগে তৈরিকৃত পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। প্রাধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তার শিক্ষকতা জীবনে তিনি এ ধরনের অপমানের সম্মুখীন হননি। তারা তার ছাত্র হওয়ার পরও তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে যা ভাষায় প্রকাশের মতো নয়। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, তিনি পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করবেন না বললেও ছাত্রলীগের আহ্বায়ক হারুন-অর-রশিদ ও যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়সালের নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি দল তাকে ঘিরে ধাক্কা-ধাক্কি করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এরপর নিজের মান-সম্মানের ভয়ে পদত্যাগপত্রে সই করে উপ-উপাচার্যের কার্যালয়ে জমা দিয়ে আসেন। তিনি আরো বলেন, অযৌক্তিক দাবি নিয়ে 'ঐক্য পরিষদ' যে আন্দোলন করছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

ছাত্রলীগ নেতা হারুন-অর-রশিদ যায়যায়দিনকে বলেন, তারা ওই শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেননি। বরং তিনিই এক ছাত্রকে ধাক্কা দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি শেখ হাসিনার মূল্যায়ন তৈরি করতে পারেননি। ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অর্থের বিনিময়ে ঐক্য পরিষদের আন্দোলন থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে কি ধরনের চেষ্টা করেছিলেন এমন প্রশ্ন ওই নেতা বারবার এড়িয়ে যান।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মূর্তজা আলী যায়যায়দিনকে বলেন, বুধবার তার কাছে তিন শিক্ষক এসে তাদের ওপর অতিরিক্ত অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেন। তিনি তাদের আবেদন গ্রহণ করেন। এস এম আব্দুর রাজ্জাককে জোরপূর্বক পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই শিক্ষক তার কাছে স্বাভাবিকভাবেই পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে গেছেন। তবে পদত্যাগপত্র জমা দেয়ার সময় দপ্তরের বাইরে কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ছিলেন।

ঢাকায় অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল করিম চৌধুরী বলেন, আব্দুর রাজ্জাক তাকে ফোন করে কেঁদেছেন। তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। তিনি বিষয়টি দেখার জন্য সরকারের সহায়তা কামনা করছেন বলেও জানান।